ম্যাজিক সময়ের কল্পিত ঘর

সফিকুল ইসলাম

কেবল মানুষই দ্বান্দ্বিক নয়, সময়ও দ্বান্দ্বিক। কালের পরিক্রমায় কোনো কোনো সময় আসে, যেখানে সময় নিজেও জানে না কোন গতিতে যাবে, কোন পথে চলবে। এ ধরনের সময়ে বুদ্ধিজীবিতায়, চিন্তাশীলতায়, সাহিত্য ঘরানায় বিশেষ করে কাব্যচর্চায় নানান বাঁক তৈরি হয়। সংবেদনশীল মানুষের প্রকৃত অনুভূতিগুলো সঠিক সময়ে সঠিক টোনে কেউ বলতে চাইলেও সময় সায় দেয় না। বিশ্ব বা রাষ্ট্রতো নয়ই, এমনকি পরমাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব কিংবা ঘরের মানুষটির ক্ষেত্রেও সময় নাটকীয়। এরকম দ্বান্দ্বিক সময়েও কিছু কণ্ঠ মানুষের প্রেম, সম্পর্ক, দেশ ও সৃষ্টি নিয়ে কথা বলতে চায়। হয়তো স্বর ততো উঁচু না, আবার ম্রিয়মানও না, বরং দৃঢ়। তাঁরা বলেন। বলে বলে সময়কে তুলে ধরেন।

কবিতার আশ্রয়ে কবি সফিকুল ইসলাম সময়কে তুলে ধরেছেন। সময়ের সাথে সাথে উঠে এসেছে মানুষ, প্রেম, প্রকৃতি, সম্পর্ক, মাতৃভূমি এবং সৃষ্টিজগত। দার্শনিকতার দোলাচলে থেকে বহুরৈখিক বর্ণনা, বুননশৈলী, এবং শেকড়স্পর্শী অনুসন্ধানের মাধ্যমে কবি প্রতিটি কবিতায় গণমানুষের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অনুভূতিগুলো চিত্রায়িত করেছেন। ভাবুক মনের ভাবালুতায় কোথাও কোথাও ছন্দ বা তাল হারালেও বিষয় বৈচিত্র্য ও গভীরতায়, চিত্রকল্পের স্পষ্টতায় এবং মৌলিকত্বে তাঁর এ কাব্যগ্রন্থ অনন্য হয়ে ধরা দেবে পাঠকদের মনে। বিশেষ করে অনেক সময় দুর্বোধ্যতার কারণে কোনো কোনো পাঠক কবিতা থেকে দূরে থাকে। সেইসব কবিতাবিমুখ পাঠকদের জন্য সহজিয়া সুরে লেখা এ কাব্যগ্রন্থ নতুন দিগন্ত খুলে কবিতাপ্রেমী পাঠক বাড়াবে।

প্রচ্ছদ: হৃদিতা ইসলাম শ্রেয়া

দ্বান্দ্বিক সময়ের কম্পিত স্বর
সফিকুল ইসলাম

প্রকাশক
ডা. শামসুন নাহার রত্না

মাত্রাপ্রকাশ
৩৪ নর্থব্রুক হলরোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : হৃদিতা ইসলাম শ্রেয়া
বর্ণবিন্যাস : মাত্রাপ্রকাশ

মুদ্রণ : মেসার্স ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

গ্রাফিক্স : এক্সপ্লোর কমিউনিক্যাশন্স
৩০৬-৩০৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা।

মূল্য : ২২০. ০০ টাকা

কোনোরকম কপি করা মানে আইনের আওতায় আসা

Dandik shomoyer kompito shor (a collection of poem) by Sofikul Islam, published by Dr. Shamsun Nahar Ratna, Matraprokash, 34 North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100. 1st Publication : February 2024. Mobile :01511117172. E-mail : matraprokash@gmail.com.

Price : 220.00 US $ 8.00

ISBN 978-984-98205-1-2

Kolkata Distributor : Dey Book Store
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata-700 073
Office : 033.6455 2245 Mobile : 9830791966

আমাদের সকল বই পেতে ভিজিট করুন :vinnamatra.com

উৎসর্গ—

জগতের সকল একা মানুষকে, যারা অনেক স্বজনদের সাথে সার্বক্ষণিক জমজমাট অবস্থার মধ্যে থেকেও নিজস্বভাবে "খুব একাকিত্বে" বাস করেন।

যেমন:

১। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মো: মাহের মিঞা এবং

২। আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মা জাতীয় রত্নগর্ভা বিভাগে সম্মাননা প্রাপ্ত স্বপ্নাহার বেগম।

একা মানুষের লিস্ট নিশ্চয়ই অনেক বড়ো। এর মধ্যে দুজনের নাম লিখে দিলাম। বাকি যাঁরা এ লিস্টে আছেন, তাঁরা বুঝে নিবেন যে, আপনাকেও এ বই উৎসর্গ করা হলো।

সূ চি প ত্র

গণতন্ত্র ৯
স্বযাপন ১১
কবিতার বিস্ফোরণ ১২
ঝরনা ১৩
প্রার্থনা-১ ১৪
গ্রামছাড়াদের কবিতা ১৬
মুখোমুখি ১৮
শেষ নম্বরে ১৯
বুদ্ধিজীবী দিবস ২০
ঘৃণা না স্বার্থ ২১
বড়োভাই ২২
কী হয়েছি? ২৩
ভেল্কি ২৪
মন্ত্র ২৫
পোষায় না? ২৬
মনন ২৭
প্রেমের নোলক ২৮
অশ্রু ২৯
তাড়াহুড়ার জীবন ৩০
স্বমেহন ৩১
ঝুলিয়ে দিলাম ৩২
৩৩ গোমতী
৩৪ তোরে আমি খাইয়ালামু
৩৫ পতপত ভ্রমরা মন
৩৬ বঞ্চনা ব্যঞ্জন
৩৭ খোয়াবনামা
৩৮ জনরোষ
৩৯ কাটাকুটি
৪০ মোহিনীগল্প
৪১ কেউ বা বলছে
৪২ বেহেশতের মালিক
৪৩ আবদার
৪৪ পারি না
৪৫ না
৪৬ ঈশ্বরও ভাগ বসায়
৪৭ বিভাজন
৪৮ প্রশ্ন
৪৯ কারো কেউ না
৫০ মেরুদণ্ড
৫১ বন্দিশালা
৫২ গুনটানা মাঝি
৫৩ আনসেন্ড অপশন

প্রতিশোধ ৫৪
সাধক চাষা ৫৫
কেউ আর বেঁচে নেই ৫৬
প্রেমের জ্বর ৫৭
বন্ধু ৫৮
প্রার্থনা গান-২ ৫৯
সুরভি দেখো না ৬১
তরিকত! ৬২
ভুলতে চাওয়া ৬৩
হ্যালুসিনেশন ৬৪
প্রেম, তোমার নাম কী? ৬৫
ষোল কলা ৬৬
৬৭ পুড়ছি পাপ
৬৮ আগুন
৭০ নববর্ষ
৭২ কোন আনচানে
৭৩ সাতই মার্চের ভাষণ
৭৪ প্রবাসী
৭৫ সিংহাসন
৭৬ দোষারোপ
৭৭ আমিই সেরা
৭৮ মাতৃভূমি
৭৯ ক্ষণিকালয়
৮০ সাঙ্গ

ড. সফিকুল ইসলাম একজন বহুমাত্রিক লেখক ও গবেষক। তাঁর গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার বাদৈর। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ ও এমবিএ, জাপানের কোবে ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স এবং অস্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করেন। পেশায় তিনি সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। গ্রাম ও শহরে বসবাস, দেশ ও বিদেশে অধ্যয়ন ও বিসিএস প্রশাসনে জেলা উপজেলায় মাঠপর্যায়ে গণমানুষের সংস্পর্শে কাজের সুবাদে কবি পেয়েছেন মানুষ ও প্রকৃতির বিবিধ অনুষঙ্গ থেকে নানান রসদ; যা তাঁর লেখালেখিকে সমৃদ্ধ করেছে।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ:

কাব্যগ্রন্থ: যে কথা যায় না বলা (২০২২, আগামী প্রকাশনী), চিন্তানুরণন (২০২৩, মাত্রাপ্রকাশ)

গল্পগ্রন্থ: লুকোচুরির জীবন (২০২৩, সৃজন প্রকাশনী)

এছাড়াও আন্তর্জাতিক জার্নালে জলবায়ু পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় পত্রিকায় নানান সময়ে তাঁর কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

যোগাযোগ:
Shafiq.bcs@gmail.com
www.drshafiqul.com

দ্বান্দ্বিক সময়ের কম্পিত স্বর

দ্বান্দ্বিক সময়ের কম্পিত স্বর
সফিকুল ইসলাম

মাত্রাপ্রকাশ

দ্বান্দ্বিক সময়ের কম্পিত স্বর
সফিকুল ইসলাম

প্রকাশক
ডা. শামসুন নাহার রত্না

মাত্রাপ্রকাশ
৩৪ নর্থব্রুক হলরোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : হৃদিতা ইসলাম শ্রেয়া
বর্ণবিন্যাস : মাত্রাপ্রকাশ

মুদ্রণ : মেসার্স ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

গ্রাফিক্স : এক্সপ্লোর কমিউনিক্যাশন্স
৩০৬-৩০৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা।

মূল্য : ০. ০০ টাকা

কোনোরকম কপি করা মানে আইনের আওতায় আসা

dandik shomoyer kompito shor (A Book of Short Stories) by , published by Dr. Shamsun Nahar Ratna, Matraprokash,34 North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100. 1st Publication : February 2024. Mobile : 01511117172. E-mail : matraprokash@gmail.com.

Price : 220.00 US $ 8.00

ISBN 978-984-98205-1-2

Kolkata Distributor : Dey Book Store
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata-700 073
Office : 033.6455 2245 Mobile : 9830791966

আমাদের সকল বই পেতে ভিজিট করুন : vinnamatra.com

উ ৎ স র্গ—

জগতের সকল একা মানুষকে, যারা অনেক স্বজনদের সাথে সার্বক্ষণিক জমজমাট অবস্থার মধ্যে থেকেও নিজস্বভাবে ''খুব একাকিত্বে'' বাস করেন।

যেমন:

১। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মো: মাহের মিঞা এবং

২। আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মা জাতীয় রত্নগর্ভা বিভাগে সম্মাননা প্রাপ্ত স্বপ্নাহার বেগম।

.

একা মানুষের লিস্ট নিশ্চয়ই অনেক বড়ো। এর মধ্যে দুজনের নাম লিখে দিলাম। বাকি যাঁরা এ লিস্টে আছেন, তাঁরা বুঝে নিবেন যে, আপনাকেও এ বই উৎসর্গ করা হলো।

সূ চি প ত্র

গণতন্ত্র

দিবসের প্রথম প্রহরেই আমরা 'শান্তিনগরে' পৌঁছাই।
এই শান্তিনগরে পৌঁছাতে এর আগে আমরা বহুরাত দিন বছর
পার করেছি।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছি, এখানে সেখানে বসেছি,
আলাপ আর আলোচনায় গভীর থেকে গভীরে গিয়েছি।
এমনকি কল্পনার ফানুস উড়িয়ে উড়িয়ে বাস্তবের মশলা মাখিয়ে মাখিয়ে
আমরা দূর সমুদ্রবৎ সীমানায় পৌঁছেছি।
দেওয়া- নেওয়া করেছি, মান অভিমান করেছি, সন্ধি চুক্তি করেছি,
যুদ্ধ অবধি করেছি।
অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমাদের এই শান্তিনগরে আসা ও দেখা।
একে অপরের ভেতরে ডুব দিবো, সুখে ভাসবো
এই আমাদের আশা ও অঙ্গীকার।
সব ঠিক থাকলে ও পারস্পরিক বিশ্বাস থাকলে মানুষ শান্তিতে পৌঁছার পরে
বিজয় উদযাপন করে।
পূর্বেকার আলাপ ও ইঙ্গিত মতে আমরাও বিজয়নগর গেলাম।
বিজয় উদযাপন করবো।
বিজয় মানে বিজয়। ৭১ এর বিজয়, ৪৭ এর বিজয়, হাজী শরীয়ত উল্লাহর
বিজয়, কলম্বাসের আমেরিকা বিজয়, মার্টিন লুথার কিং এর কৃষ্ণাঙ্গ বিজয়,
গান্ধীর আফ্রিকা বিজয় অথবা বিশ্বের যে কোনো বিজয়।
উদযাপন করতে যাবো, ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার কিংবা আমার অনুষঙ্গ
বেঁকে বসে, কিংবা পরিস্থিতি বেঁকে বসে।
কেননা শান্তি তো আর সবার বেশিক্ষণ ভালো লাগে না।
শান্তি এলেই কারও মনে তৈ তৈ তৈ ঢেউ হয়।
আবার কারও মনে যোগ হয় সঙ্কীর্ণতা ও কপটতা।
ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, নৈতিকতা, মাত্রাজ্ঞানকে আমরা
স্ব স্ব মতে ব্যাখ্যা করি।
হৃদয়-কাঠামো নয়, সমাজকাঠামো

অন্তরনীতি নয়, রাষ্ট্রনীতি
বাউলের সোজা বাণী নয়, নাস্তিক বা ধর্মওয়ালাদের ভণ্ডবাণী
বিজয় উদযাপনে বাধা হয়।
কিংবা প্রকৃতিই এঁকে দেয় আমাদের নতুন পথ।
কোনো বৈঠক, আলোচনা, মীমাংসা কিংবা জুরি বোর্ড কাজ করে না
বিজয়নগর থেকে সহসাই আমরা পরাজয়নগরে পৌঁছাই।
মানে আজিমপুর পৌঁছাই।
আজিমপুর মানেই কবরস্থান।
সেখানে আমরা আমাদের হৃদয়গুলোকে চাপা দিলাম।
হিটলারের নাৎসি ক্যাম্প থেকে হিংসার মাটি দিলাম ২২ মন,
আর শেরে বাংলার গল্পের উপকারের বিপরীতে বাঁশ দেওয়া লোকের কাছ
থেকে ১০টি বাঁশ কিনে, দিলাম কেটে ফালি ফালি করে।
শুধু তাই নয়, স্বার্থ, ধর্ম ও পুঁজিবাদ নামক আচ্ছাদন বা চাটাই দিলাম,
যেন মাটিগুলো কবরের ভেতরে না ঢোকে।
না ঢোকে আলো, বাতাস, বা পানি।
মানবপ্রেম বা দেশপ্রেম তো আরও দূরের বিষয়।
হৃদয়গুলো মাটি চাপা খেয়ে দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়।
লোভ, রাজনীতি, ও জটিল ছলনার আগুনে ফুঁসতে থাকা হৃদয়-মগজ
আগুনে জ্বলছে।
আমাদের দেহ নিয়ে আমরা চলে গেলাম যে যার পথে।
গভীর রাতে আমি গুলশানের ছাদ-রেস্তোরাঁয় আর
তুমি ধানমন্ডির ছাদ-রেস্তোরাঁয়।
তাকাই আমরা একই সময়ে ভিন্ন মানসে আজিমপুরের দিকে।
দেখি সেখানে ধোঁয়া। আমি দেখি কষ্টের ছাইচাপা আগুনের কালো ধোঁয়া,
তুমি দেখো আনন্দ উদযাপনের বারুদ ফোটানোর ধোঁয়া।
২০২৩

স্বযাপন

যার কেউ নেই সে একা খায়, একা ঘুরে
একা একাই মশারি টানায়, ঘুমায়, শাওয়ার নেয়
জ্বরে প্রলাপ বকে, মাথায় পট্টি দেয়
কেটে গেলে নিজেই ব্যান্ডেজ দেয়, সেলাই করে
একা বিপদ মোকাবিলা করে, আপদ দূর করে
নিজকে নিজে হাগ দেয়, নিজের গোয়া নিজেই মারে
একা একা দুঃখবিলাপ করে, হাওয়াতে আশা ওড়ায়
দুরাশাকে ছাই বানিয়ে শরবত করে গিলে
কপোলে অশ্রু শুকিয়ে যায় বা আস্তিনে নিজেই মোছে।
সব একা একা করে। যাপন করে, বপন করে
স্বপন করে, গ্রহণ করে, মেহন করে।

এগুলো চমক না, বরং স্বাভাবিক বিষয়।
আচানক বিষয় হলো
যার সবাই আছে, সে যখন এগুলো সব একা একাই করে।
চারপাশের কাছে থাকা সবাইকে দূর গ্রহের বাসিন্দা বানিয়ে
নিজের জীবন নিজেই ফালি ফালি কেটে
পেঁয়াজ-মরিচ-লবনে ভর্তা বানিয়ে
দুঃখ বিলাস করে, সুখ উপভোগ করে।

কবিতার বিস্ফোরণ

একটা কবিতা লিখবো বলে বড়ো আঞ্জাম করে বসি।
হুড়হুড় করে কবিতার বিষয় আসতে শুরু হয়।
চারিদিকে শত ঘঁটন-অঘটন আর কাম-আকাম।
অনুভূতির গুঁতাগুঁতি। দিকদারি মন কোনো গ্যান্জাম করে না।
শব্দ ও ছন্দরা হৈহুল্লোড় করে আসতে শুরু করে।
বিশ্ব নিয়ে লিখতে গেলে জাতিসঙ্ঘের স্থায়ী কমিটি হুঁশিয়ারি দেয়,
রাষ্ট্র নিয়ে লিখতে গেলে নানান নীতিমালা হুমকি দেয়,
সমাজ নিয়ে লিখতে গেলে মাতবর গংরা সালিশের ইশারা দেয়,
বন্ধুদের নিয়ে লিখতে গেলে সম্পর্কচ্ছেদের ইঙ্গিত দেয়,
পরিবার নিয়ে লিখতে গেলে, বউ এমনভাবে তাকায় যেন লেখাই মুশকিল।
সবার হুমকি, হুঁশিয়ারি, ইঙ্গিত, ইশারা আর ভ্রুকুটিতে
আমার সকল শব্দ ও ছন্দ প্রকাশ হয় না।
ভিতরে জমতে থাকে।
তবু বিষয় ঠিক করে করে আমি কবিতা লেখার পদক্ষেপ নিই
পরিস্থিতি দেখে আবার থমকে যাই।
প্রেমের বিষয় লিখতে গিয়ে খলদের চেহারা দেখি
ধর্মের বিষয় লিখতে গিয়ে নাস্তিকদের শাসানো দেখি
অধর্মের বিষয় লিখতে গিয়ে আস্তিকদের রক্তচক্ষু দেখি
মানবিক বিষয় লিখতে গিয়ে আমি অমানবিকদের রূপ দেখি।
দেখে দেখে থামি। শব্দেরা সব জমে ভিতরে, ছন্দেরা হৃদয়পুরে
সিএনজির সিলিন্ডারে যেমন গ্যাস জমে তেমন করে
জমতে জমতে ক্ষোভ ও দুঃখের অগ্নিকুণ্ড হয় ভেতরে।
দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়
শব্দ আর ছন্দেরা ভেতরে যুদ্ধের দামামা বাজায়
মোক্ষম সময়ে হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে কবিতা বের হয়।
সেই কবিতা জাগায় মানুষকে, বিদ্রোহী করে তরুণকে,
মরিয়া করে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে। টেনে নেয় আলোর দিকে।

ঝরনা

আমি ঝরনা।
আমাতে কেউ এমনিতেই পড়ে। যেমন ফুল, পাতা
গাছের ডাল, খড়, বিচালি।
কেউ আবার শখ করেও আসে। যেমন মানুষ, পশুপাখি বা কীট।
প্রকৃতি আনুক বা নিজেই আসুক। এসেই হৈ হৈ আনন্দে মেতে ওঠে।
যখন আমার প্রবাহিত ধারা প্রবলবেগে ওঠানামা করে, যখন উথলে ওঠি
কিংবা ঝাঁকুনি দিই
তখন কেউ কেউ আমার সাথে তাল মেলায়,
কেউ বা ব্যথা পাবে বলে সতর্ক হয়।
কেউ অথৈ সাগরে পতিত হওয়ার ভয়ে ডাঙায় নেমে যায়,
কিংবা পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে যায়।
যে যত সতর্কই হোক, আর যে যাহাই করুক না কেন, যা হবার তাই হয়।
ডাঙ্গায় নেমে কেউ আগুনে পুড়ে, পাহাড়ে উঠে কেউ পাহাড়ধ্বসে মরে,
যে আমাতে প্রবাহিত হয় সে গিয়ে সাগরে ডোবে।
কেউ কেউ কিছু না করলেও তার কিছুতেই কিছু হয় না।
বরং গা ভাসিয়ে দিয়ে আমার ঢেউয়ে দুলে দুলে খেলতে খেলতে
সাগরে গিয়ে ভাসে।
যেমন সবুজ পাতা কিংবা প্রজাপতি।
আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে
আমার নাম ঝরনা হলে জীবনের নাম কী!
২০২৩

প্রার্থনা-১

হে প্রভু!
আমারে জ্ঞান-গরিমা বাড়িয়ে দিও, প্রজ্ঞা বিবেক বেশুমার দিও,
আলোকদিশা আরও দিও
আমি যা চাই সবই তোমার দেওয়ার ক্ষমতা আছে।
হে প্রভু
আমারে সুস্থ সবল শরীর দিও, শৌর্য-বীর্য-ক্ষমতা দিও,
পরিশ্রমের সক্ষমতা দিও
আমি যা চাই সবই তোমার দেওয়ার ক্ষমতা আছে।
আমি চাই বলেই সব দিয়ে দিও না।
যতটুকু দিলে পরে আমি সামলাতে পারবো, খেই হারাবো না, জীবন বিষিয়ে
উঠবে না, যতটুকু দিলে পরে সব মিলিয়ে আমার জন্য কল্যাণকর হবে,
সৃষ্টির জন্য মঙ্গল হবে, ঠিক ততটোকুই দিও।

হে প্রভু!
আমায় অনেক বন্ধু দিও, প্রিয়জন আর স্বজন দিও,
প্রেম-ভালোবাসা বিস্তর দিও
আমি যা চাই তার সবই তোমার দেওয়ার ক্ষমতা আছে।
হে প্রভু
আমারে ধন-দৌলত বেশি দিও, অবারিত অর্থ দিও,
হীরা জহরত সম্পদ দিও
আমি যা চাই সবই তোমার দেওয়ার ক্ষমতা আছে।
আমি চাই বলেই সব দিয়ে দিও না।
যতটোকু দিলে পরে আমি সামলাতে পারবো, খেই হারাবো না,
জীবন বিষিয়ে ওঠবে না, যতটোকু দিলে পরে সব মিলিয়ে আমার জন্য
কল্যাণকর হবে, সৃষ্টির জন্য মঙ্গল হবে, ঠিক ততটোকুই দিও।

হে প্রভু!
আমারে নামধাম বেশি দিও, পদ-পদবি ঢেলে দিও,
চেয়ার-অফিস ম্যালা দিও।
আমি যা চাই তার সবই তোমার দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

হে প্রভু!
আমায় অনেক ভালো রেখো, সুখ শান্তি আরাম দিও, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন দিও
আমি যা চাই তার সবই তোমার দেওয়ার ক্ষমতা আছে।
আমি চাই বলেই সব দিয়ে দিও না।
যতটোকু দিলে পরে আমি সামলাতে পারবো, খেই হারাবো না,
জীবন বিষিয়ে ওঠবে না, যতটুকু দিলে পরে সব মিলিয়ে কল্যাণকর হবে,
সৃষ্টির জন্য মঙ্গল হবে, ঠিক ততটোকু দিও।

গ্রামছাড়াদের কবিতা

তিপ্পান্ন নয়, তেইশ বছর আগে গ্রাম ছেড়েছিলাম।
অন্নের খোঁজে, বিদ্যার খোঁজে, নামের খোঁজে কিংবা বিখ্যাত হবার নেশায়।
গিয়েছি ঢাকায়, গিয়েছি জাপান, অস্ট্রেলিয়ায়,
এশিয়া ইউরোপের কোনায় কানায়,
গিয়েছি প্রবাসে বা দেশের নানান জেলা উপজেলায়
ভেসেছি মজেছি ভাগ্য অন্বেষণের খেলায়।
কিন্তু গ্রাম আমাদেরে ছাড়েনি।
পিরিতের কাঁঠালের আঠার মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।
গ্রাম আমাদেরে টানে। গ্রামের তালগাছ টানে, বটগাছ ও গাবগাছ টানে,
কবরস্থানের জঙ্গল টানে, এগুলোতে বসা ভূত-পেত্নীরাও টানে।
গ্রামের বাজার টানে, স্কুল টানে, তিন রাস্তার মোড় টানে,
ডাঙ্গুলি খেলার গর্ত টানে, দাঁড়িয়াবান্ধার কোর্টে টানে
পাশের বাড়ির ভাবী টানে, কিশোরী ললনারা টানে,
এদের হেঁটে যাওয়া পথ অবধি টানে,
টেনে টেনে নানা বাহানায় আমাদেরে গ্রামে নিয়ে আসে। আমরা গ্রামে যাই।
আবার ফিরে যাই শহরে, কর্মক্ষেত্রে।
পরে আবার কে কে যেন আমাদেরে মায়ায় টানে।

শীতের সকাল ও শিশির, গ্রীষ্মের ঘাম ও তিতির, বর্ষার বৃষ্টি ও মুসাফির
সবাই আমাাদের টানে।
মোড়লের হুক্কায় টানে, দাদুর কিচ্ছা টানে, মায়ের আঁচল টানে,
ভাইবোনের হৈহুল্লোর টানে, আত্মীয়দের কুটনামি মজলিশ টানে
মহিলাদের চুলাচুলি ঝগড়া টানে, টেঁটাযুদ্ধের দামামা বন্ধের চেষ্টারা টানে
বিষকাটালি গাছের চুলকানি টানে, সাপেদের উৎপাতে টানে,
হৈয়া পুঁটির নেশায় টানে, জমির আইলে বসে খাওয়ার আয়েশে টানে,
মলনের ধোঁয়ায় টানে, লুঙ্গির কোঁচায় মুড়ি টানে
টেনে টেনে আমাদেরে আবার গ্রামে নিয়ে আসে।
আবার ফিরে যাই শহরে, কর্মযজ্ঞে।

পরে আবার কে কে যেন আমাদেরে তাবিজ করে টানে।
সবুজ মাঠ, লতা ও পাতায়,কর্দমাক্ত ঘাট, রোদেলা দুপুর টানে
খুদের ভাত ও ভর্তা টানে, মেরা পিঠার হুলা টানে,
মায়ের পাশে বসে চুলার আঁচ টানে
বাবার ধমকে টানে, তাঁর পকেট মারার কৌশল টানে,
স্কুল চুরির বাহানা টানে, নামাজ ফাঁকির দুষ্টামি টানে
কৈশোরে দেখা সমাজের সব অনিয়ম বন্ধ করার ক্ষুব্ধতা টানে,
সব চুরি জোচ্চুরি বন্ধ করার জেদে টানে
সালিশের নামে অবিচারের বদলা নিতে টানে,
চোরেদের স্থাব্যলদের মুখোশ খুলে দেওয়ার ইচ্ছায় টানে
মাদকাসক্তদের পেছনে যারা ওদের টুঁটি চেপে ধরার নেশায় টানে,
পথে ঘাটে অশ্রু যতো ফেলেছিলাম ততো ফোঁটায় টানে,
পাটক্ষেতের আকামে টানে, ডাব চুরির বিটলামি টানে
সবাই আমাদেরে টানে। তাবিজের টানে গ্রামে আসি বারেবারে।

এসে যারা যারা আমাদেরে টানে তাদের পাশে বসি, তাদের উপরে শুই,
গন্ধ ও স্বাদ নতুন করে লই।
কারা যেন হিংসায় জিগায়, ''ওরা কেন গ্রামে আসে''?
আমরা বলি, তোমাদের দেখতে আসি না।
তোমাদের ও আমাদের মা ও মাতৃভূমিকে দেখতে আসি,
এঁদের ওম নিতে আসি, মাটির ছোঁয়া নিতে আসি। আর
হিংসায় জ্বলা হিংসুকদের শরীর ও মন পুড়ে ফেরাউনের কঙ্কাল হয়ে যাক,
সেই কামনায় আসি।

মুখোমুখি

মাঝে মাঝে আমার সাথে আমার দেখাহয়।
বলি, 'তুই আমারে চিনস?'
জবাবে আমি বলে'তুই আমারে চিনস?'
নিজেরে নিজের বড়ো অচেনা লাগে, তাই
দুই অপরিচিত হয় মুখোমুখি
কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকে,
ফিক করে হেসে নদীর জলে নামে,
পবিত্র হতে গঙ্গায় সাঁতার কাটে,
পুণ্য লাভে কাবার দিকে হাঁটে,
স্বর্গপেতে গির্জার দিকে ছোটে,
নিজের ছায়ার উপর পা ফেলতে ফেলতে
নিজেকে ভর্তা বানিয়ে 'আমি' কে নাই করে।

শেষ নম্বরে

সে একজনকে বলেছিলো
এক বিকেলে চা খাই?
ও বলেছে পরে হবে
পরের আর শেষ নাই!

পরে সে কল করেছে,
তাহার সামনে অন্য হাত,
আমতা করে কল কাটিলো
জীবন একটা অজুহাত।

তার সময়ে 'ও' মহা ব্যস্ত
ওর সময়ে কঠিন সে
মনোভাবনা কুঁচি কেটে
নুন-নিরামিষ রাঁধে সে ।

অবসরে কেবল খোঁজ-খবর নেয়
আর সময়ে অন্যত্রে
গুরুত্ব তালিকায় শেষ নম্বরে
কে যে কাহার নক্ষত্রে।

বুদ্ধিজীবী দিবস

১৪ ডিসেম্বর কাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো
টর্চার সেল এ কাদের টর্চার করা হয়েছিলো?
কাদের হত্যা গুম করা হয়েছিলো?
যারা মুক্ত চিন্তা করতো
যারা ক্রিটিক্যাল চিন্তা করতো ও লিখতো
যারা বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও পুস্তিকা লিখে প্রকাশ করতো
যারা চিন্তা করতো আর মুভি- নাটকে তা প্রকাশ করতো
যারা চিন্তা করতো এবং বক্তৃতায় প্রকাশ করতো
যারা চিন্তা করতো এবং লোকের কাছে সুচিন্তা ছড়াতো
অধিকারের গান যারা জনতার কানে বাজাতো।
তাঁদের সকলকেই হত্যা করা হয়েছিলো।
যারা চিন্তা করতো না কিংবা করলেও প্রকাশ করতো না, মূক হয়ে থাকতো,
তাদেরকে কেউ হত্যা করেনি
না মোঘল, না চেঙ্গিস, না ইংরেজ, না পাকিবাহিনী।
টর্চার সেলে যারা টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়,
ইতিহাস থেকে আমরা জানি, তারা রাজাকার।
টর্চার সেলে যারা টর্চার করে হত্যা করে
ইতিহাস থেকে জানি তারা পাকবাহিনী।

ঘৃণা না স্বার্থ

হিটলার যে কারণে ইহুদীদের হত্যা করে
পাকিবাহিনী যে কারণে বাঙালি হত্যা করে
ভারতবাহিনী যে কারণে কাশ্মিরি হত্যা করে
লাদেন যে কারণে আমেরিকায় আক্রমণ করে
বিদ্রোহীরা যে কারণে গেরিলা হামলা করে
জাপান যে কারণে কোরিয়ানদের হত্যা করে
চীনারা যে কারণে উইঘুরদের হত্যা করে
ইজরাইলিরা যে কারণে প্যালেসটাইনিদের হত্যা করে
রাশিয়ানরা যে কারণে ইউক্রেনদের হত্যা করে
বার্মিজরা যে কারণে রোহিঙ্গাদের হত্যা করে
শাদারা যে কারণে কালোদের হত্যা করে
এক ধর্মের লোক যে কারণে আরেক ধর্মের লোককে হত্যা করে
এক দেশের লোক যে কারণে আরেক দেশের লোককে হত্যা করে
ক্ষমতাসীনরা যে কারণে ক্ষমতাহীনদের অত্যাচার করে
ধনী যে কারণে গরিবকে অবহেলা করে
শিক্ষিত যে কারণে অশিক্ষিতদের তাচ্ছিল্য করে।
এক গ্রাম যে কারণে আরেক গ্রামে হামলা করে
এক গোষ্ঠী যে কারণে আরেক গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে
এক দল যে কারণে আরেক দলকে নির্যাতন করে
তার নাম কি ঘৃণা? জাতীয়তাবাদ? পিতৃতন্ত্র?
ধর্মতন্ত্র? একনায়কতন্ত্র? পূঁজিবাদ? জাতি নিধনতন্ত্র?
নাকি কেবলই স্বার্থের খেলা?
ঘৃণা হলেও সবগুলোই একই রকম ঘৃণার বাষ্প দ্বারা আবৃত
স্বার্থ হলেও সবগুলোই একই স্বার্থের খেলায় আবর্তিত।
স্বার্থের কারণে বাকি সব আগুন ব্যবহৃত হয় মাত্র।

বড়োভাই

বড়োভাই যে সবার সেরা, সব দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সবসময় দেয় হাঁটা
তার জীবন কাব্য নয়, যেন মহাকাব্য- বাবার মতো বটবৃক্ষের ছায়া।
বড়োভাই হওয়া যেন পাপ, নিজের শখ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে দিনের শেষে
সবার কাছে শুনতে হয় ''সংসারের জন্য কিছুই করলো না।"
তিল তিল অর্জন করা টাকা নিজে না ভোগ করে সবার জন্য ব্যয় করার পরে
শুনতে হয় '' কিছুই দিলো না"
বড়োভাই হওয়া মানে দশ গাধার খাটুনি খেটে 'কিছুই করেনি' শোনা
গিবত আর বদনামের ভাগী হয়ে নীরবে নিভৃতে সাগরসম অশ্রু ফেলা।
বড়োভাই থাকা মানে বাবা-মার পরে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, আদর মায়ায় থাকা
বাইরে যে শক্ত থেকে শাসন করে, ভেতরে থাকে যার উদার ভালোবাসা।
পরিবারের অবহেলিত ভাইটি হলো বড়োভাই যার সব সরল ও সাদাসিধে
সকল প্যারা নিজে নিজে বয়ে বেড়ায়, ছোটভাইদের প্যারামুক্ত রাখে।
যতই কাব্য লিখি বড়োভাইয়ের মহাকাব্য লেখা হবে না শেষ
সবার জীবন সাজাতে গিয়ে বড়োভাইদের জীবন হয়ে যায় নিঃশেষ।
বাবার বড় ছেলেরা পকেট ভর্তি টাকা নয়, মাথাভর্তি টেনশন নিয়ে ঘুরে
মোমবাতির ন্যায় গলে গলে সবার জীবনেই আলো জ্বালিয়ে রাখে।
আবার
বড়োভাই হওয়া মানে সবার সম্মান পাওয়া,
'বড়োভাই' ডাক যেন অমৃত সুধা
মুরগির বাচ্চার মতো সকলকে সদা আগলে রাখার স্বর্গীয় আনন্দ পাওয়া।
২০২৩

কী হয়েছি?

কতো কিছু হবো বলে মনে মনে ভেবেছি
শত স্বপন বুনেছি, করেছি হাজার পণ।
তার কিছু কিছু হতেও পেরেছি। যেমন
তুখোড় মেধাবী হয়েছি, হয়েছি বিদ্বান
আমলা হয়েছি, হয়েছি শিক্ষক
ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক, প্রশাসক, সচিবও হয়েছি।
সভাপতি, সেক্রেটারি হওয়াসহ নানান পদ ও চেয়ারে বসেছি।
ডক্টর, বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ইত্যাকার খেতাবও জুটেছে কপালে
কবি, লেখক বা গবেষক কী হইনি এ জীবনে?
জনপ্রিয়, শ্রদ্ধেয় হয়েছি। হয়েছি প্রেমিকও।
এতোকিছু হবার পরে আরও অনেক কিছু হবার খায়েস আছে মনে।
জীবন ক্যাঁচালের ফাঁকে
আমার কেবল আজও 'মানুষ' হওয়া হয়নি
এমনকি মানুষ হওয়ার আক্ষেপও থিতু হয় না এই মনে।
অস্থির সময়, অস্থিরতা জাগতিক সবকিছুতে।
ভেবে দেখলাম, হাজার হাজার কিছু হওয়ার ফাঁকে
কেবল 'শূন্য' হওয়াই হয়েছে আমার।
২০২৩

ভেল্কি

সুয়োরানি দুয়োরানি আরও কতো ভেল্কি গল্পে ব্যস্ত রাখছো সবে
ওদিকে শিয়াল ইঁদুরে সব লুটে নিচ্ছে লোভনীয় শুভঙ্কর ফাঁদে।

প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বলতে চাই কতো কথা কতো জনে
ঢোক গিলে যাই প্রকাশি না ভয় যদি আড়িপাতা কান শুনে

কোনো ছলনা নয়, সত্যিই চাই তোমায় খুব করে ভালোবাসতে
সম্পদ ও সম্পত্তির লোভ নয়, চাই কেবল বাংলায় বাস করতে।

মন্ত্র

আমার না শোনা অব্যক্ত রব
না দেখা একাকিত্ব সব
পুঁজিবাদে খেয়ে ফেলেছে।
আমি এখন বমি করি প্রতি মুহূর্তে
শত শত বামতন্ত্র।
নখের উপর নখ রেখে উকুন মারার মতো
টিপে টিপে মারি তোমাদের মতো
সকল মানবতাবাদী প্রদর্শনযন্ত্র।
এরই ফাঁকে বেখেয়ালে
ভরে যায় আমার ভেতর
ভালোবাসার জমজম নহর
যখন আমি পড়ি সৃষ্টির মর্মমন্ত্র।

পোষায় না?

সবই তোমরা বোঝো।
কেবল, আমাকে বোঝো না।
ঝরনার গতি তৃণেরা জানে,
তবে তার গন্তব্য জানে না।

স্মরণের সময় পাই না সবার অভিযোগ?
কাজের চাপে মারা যাবো
মরে গেলে তখন তোমাদেরে মনে করবো,
প্রেমময় স্রষ্টার অসীম সময় ধরে
স্বর্গের আকাশে উড়তে উড়তে আর
হিড়হিড় বাতাসে ভাসতে ভাসতে।

পোষায় না? তবে কীসে পোষাবে?
সম্ভব হলে পূরণ করবো, না হলে
নিজে ইচ্ছের পাখা কেটে কেটে
বিচ্ছেদের পাহাড় গড়বো। আর
ক্ষরণের বন্যায় সাগর বানাবো।

খেজুরে বায়বীয় আলাপে মেটে না!
সব কি আর ইচ্ছামতো হয়?
কিছু বিষয় উল্টা রথে বয়।
আকাশের কতো তারা খসে পড়ে
আকাশও ভুলে যায়। তাতে
আকাশ ও তারার সম্পর্ক কি মিথ্যা হয়ে যায়?
২০২১।

মনন

মানব মনে খোপ খোপ ঘর আছে
সামাজিক ঘর ও অসামাজিক ঘর
রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ঘর
ধর্মের ও অধর্মের ঘর।
প্রতি ঘর নিশ্ছিদ্র না
জলরোধক বদ্ধ ঘরও না
আলো-হাওয়া করে আসা-যাওয়া
প্রতি ঘর একে অপরের সাথে
নিত্য করে খেলা ।
রতিক্রিয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে সংগমে মত্ত হয়ে
ঋদ্ধ হৃদয় কাটায় বেলা-অবেলা।
উদারতা, মানবিকতা ও পরমত সহনশীলতা
এভাবেই খুঁজে পায় ভেলা।

২০১৭ ব্রিসবেন।

প্রেমের নোলক

পাহাড় ছেড়ে নদী ছুটতে ছুটতে সাগরে পতিত হয়,
কতো শত আওয়াজ রটে;
নদীর জীবনে পাহাড়ও মিথ্যা না, সাগরও মিথ্যা না,
শুধু নদীকালে সে নদী বটে।
অশ্রু নেত্র ছেড়ে প্রবল বেগে মাটিতে পতিত হয়,
কতো না বিলাপ বকে!
অশ্রুর জীবনে নেত্রও মিথ্যা না, মাটিও মিথ্যা না
অশ্রুকালে সে অশ্রু বটে।

সফলতা দেখে ভক্ত ছোটে, সঁপে দিয়ে বন্ধু হয়
ভালোবাসার নামে,
ভক্তর লক্ষ্যে সফলতাও মিথ্যা না, সঁপাও মিথ্যা না
বন্ধুকালেই সে বন্ধু বটে।
গভীর নদীতে পলি জমতে জমতে একসময়
খুব বড়ো চর হয়
পলিও মিথ্যা না, চরও মিথ্যা না
গভীরকালে তারে নদীই কয়।

স্বজন ছেড়ে সূদূরে, কাজে যায় বৈদেশে
ভুলতে বসে নিকট সকল
তার জীবনে স্বজনও মিথ্যা না, বিদেশও মিথ্যা না
স্বজন-স্বার্থেই ত্যাগের কীর্তন।
প্রেমের টানে ভালোবাসার ঘর বেঁধে
জীবিকার টানে চলে যায় দূরে
প্রেমও মিথ্যা না, দূরে থাকাও মিথ্যা না
মাকড়শার জালে যেন প্রেমের নোলক।

২০২১

অশ্রু

কপোলের অশ্রু দেখতে পাও
তাই মুছে দাও।
যে অশ্রু দেখা যায় না
তা কেউ মুছে না।
কপোলের অশ্রুতো দেখা যায়
মুছে দেওয়ার মানুষও মিলে যায়।
যে অশ্রু দেখা যায় না
ঝরে শুধু ফোঁটায় ফোঁটায়
বয়ে যায়, রয়ে যায়।

তাড়াহুড়ার জীবন

তড়িঘড়ি করে সুরমার স্রোতটি
মেঘনা পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে দেখলো যে,
অত তাড়াহুড়া করার কিছুই ছিল না।
এখানে অঢেল অলস সময়। কিছুই করার নেই।
দ্রুত বড়ো হয়ে কৈশোর পেরিয়ে যৌবন হারিয়ে
বার্ধক্যে পৌঁছে জীবন বুঝলো
অত তাড়াহুড়া বা ব্যস্ততার কিছুই ছিল না।
এখানে এ ধরায় সবকিছুই শূন্য।
সময় ও অর্থ, বয়স ও সম্পর্ক
সবই যথানিয়মে চলে যায়
কারোরই কিছুই করার নেই।

স্বমেহন

ভাবছো
কাউকে ছেড়ে এসে বা ঠকিয়ে
খুব আত্মতৃপ্তিতে আছো
আর গলা ছেড়ে সুখের গান গাইছো!
আসলে
মনের পর্দায় তার ছায়া মোছায়
নিদারুণ ব্যর্থ হচ্ছো!
বিরহডোরে করুণ সুরে নিজেকে আছড়াচ্ছো!
আর
চাঁদের আলোয় চুঁইয়ে পড়া বিবেকের ক্ষত কুড়াচ্ছো
এবং হাত বুলাচ্ছো।
এসব হয় না?
নিজেকে আর বিবেককে পাপের বটতলায় গলাটিপে
আগেই হত্যা করেছো?
তবে আর কী! ভালোই হলো।
ঘুমের ঘোরে স্বমেহন করছো,
নিশিরাতে কেওড়াতলার ভূতের দেখা পাচ্ছো
আর ভয়ে কেঁপে রাতের ঘুম হারাচ্ছো!

ঝুলিয়ে দিলাম

আমি আমারে আসতে বললাম
আসে না।
আমি আমারে যেতে বললাম।
যায় না।
আমি আমারে ছাড়তে বললাম
ছাড়ে না।
আমি আমারে ধরতে বললাম
ধরে না।
কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি,
কী আর করা!
তাই আমারে ঝুলিয়ে দিলাম।
নে, এবার যাওয়া, আসা, ধরা, ছাড়া সব বাদ দিয়ে
নিজের ..মারা নিজে খা।
২০২২

গোমতী

চলে যেতে বলি তাই চলে যায়
তবু মনে ধরে রাখি;
কামনার বেড়াজালে ভুল করে
উলু বনে খেদ আঁকি।

গোমতীর কাদা শুষে নেয় দুই কূল
ব্যথা নেয় কোন্ জনা?
কান্না জলে ভাসা, নদী তলে ফাটা
উভয় সংকটে কে না?

তোরে আমি খাইয়ালামু

পিঁপড়াকে টিকটিকি খাইলো
টিকটিকিকে ইদুরে খাইলো
ইঁদুরকে বিড়ালে খাইলো
বিড়ালকে খাটাসে খাইলো
পৃথিবীর সব প্রাণী কারো না কারো খাবার
প্রত্যেকেই সুযোগ পেলে খেয়ে করে সাবাড়।
আবার, মস্ত বড়ো বাঘ বা মহান কোনো মানুষ মরে পড়ে থাকলে
তাকে খায় পিঁপড়ায় বা পাখি
কেউ না খাইলে, খেয়ে নেয় মাটি।
তুমি যে-ই হও ভাই
খাওয়ায় পর্যবসিত হওয়া ছাড়া কারো কোনো বিকল্প নাই।
তাই, কেউ যখন বলে ‘‘তোরে আমি খাইয়ালামু।‘‘
সানন্দে বলো। ‘তুমি আমারে খাও, তোমারে কেউ খাইবো‘‘
সমান সমান, ডিসমিস আর কাটাকাটি।
কেবল খাওয়া ও খাবারে পর্যবসিত হওয়াই একমাত্র প্রথা না,
কারণ খাওয়ার পরে মল ত্যাগের প্রসংগ আসে,
খাওয়া থেকে মলে রূপান্তর হওয়াও জগতের নিয়ম।
তাই সানন্দে এটাও বলো ‘‘আমি তোমার মল হবো, তুমি কারো মল হবা
এভাবেই ইটিশপিটিশ হতরনতরের জীবন হয় পগারপার।‘‘
লাগ ভেলকি লাগ
খাওয়া হও, মল হও
এই শ্লোগান হোক সকল প্রাণের পরাগ।
২০২২

পতপত ভ্রমরা মন

সুখীতম মানুষ দুঃখের কথা- কবিতা লিখে, অভিব্যক্তি ছড়ায়
দু:খীতম মানুষ সুখের কথা-কবিতা লিখে, অভিব্যক্তি ছড়ায়।

নদীর এপাড়ে বসে ওপাড়ের কান্না কাঁদে সুখী, দুঃখের অভিনয়
সাগরের ওপাড়ে বসে এ পাড়ের হাসা হাসে দুঃখী, সুখের অভিনয়।

অভিনয়ের ভিতরেই থাকে 'প্রকৃত', যেন পূর্ণিমা চাঁদের বিকিরণ
এসবের আশকারায় মশকরা হাসে, পতপত ভ্রমরা মন অকারণ।

নদীর ঢেউয়ের আওয়াজ শুনতে যাই না
বুকের ভেতর হু হু কান্নার সমুদ্র ঢেউ এমনিতেই টের পাই।

আগ্নেয়গিরি দেখতে যাই না
মনের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ মহাচুল্লি হাত বাড়ালেই পাই।

পাহাড় দেখতে যাই না
বেদনার এভারেস্ট নিজ হৃদয়ে সদা বয়ে বয়ে বেড়াই।

ঝরনা দেখতে যাই না
অশ্রু ধারায় নায়াগ্রা ফলস প্রায়শই অতিক্রম করি।

জীবন খুঁজতে দেশ বিদেশে যাই না মানুষে মানুষে যাই না
নিজের ভেতর খোদাাই করে মুহুর্মুহু জীবন খুঁজে পাই।

২০২৩

বঞ্চনা ব্যঞ্জন

না খাওয়ার, না পাওয়ার, না পরার হাজারো অভিজ্ঞতায়
দেহ, মন ও মগজ অভ্যস্ত।
বঞ্চনার সকল ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণ করে করে
এ হৃদয় এখন পরিপক্ক।
আমারে লোভ দেখিয়ে লাভ নেই,
ফাঁদে ফেলছো ভেবে তোমার খুশি হওয়ার কিছু নেই,
যে কোনো পরিস্থিতিতে আমি হাসি
বেহেশতি হাসি।

খোয়াবনামা

ইনবক্সে চ্যাট করার পরে রাতে ঘুমাতে গেলাম
স্বভাবতই তন্দ্রা আসার পরে তুমি আসবে জানি
আর দশজনের যেরকম হয়। কিন্তু তুমি এলে না।
তবু কেউ একজন এলো। যে এলো সে তুমি নাকি
অন্য কেউ তা ঠিক ঠাহর করা গেল না।
সুতরাং ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনো তাড়া অনুভব করলাম না।
এমনিতেই তোমার সাথে খোশগল্প করবো বলে উঠে বসলাম
বসার পরে মনে হলো তুমি-আমি মেরাজের তখতে বসে আকাশে উড়ছি।
শীতকাল তবু শীত অনুভব হচ্ছে না।
ইথিওপিয়ার বনে গিয়ে নামলাম
সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে বললাম তোমাকে চেনে কিনা,
তিনি তুচানিপোচা কী বললেন তা বোঝা গেল না।
উড়ে উড়ে আরো বহু দেশে ঘুরলাম।
আমেরিকার ট্রাম্পকে, কোরিয়ার কিমকে, চীনের পিংকে জিজ্ঞেস করলাম
কেউ কিছু বলতে পারলো না।
পরে তাহিরির মাহফিলে হাজির হয়ে তোমার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন
আরে সে তো বেহেশতি হুর, রূপ দেখে বুঝো না?
আমি বললাম 'রতনে রতন চেনে!'
ঠিক তখনই সেখানে হাজির হয় এক পাগলা। বলে
তোরা সব কানা। আন্ধা চোখে যা দেখিস তা সব 'তা না না না।'
ছয় আর্মিতে তোদের বাঁধিছে, তাই মনের চোখে যা যা দেখিস
সবই কেবল খোয়াবনামা।

জনরোষ

অফিস থেকে জানালায় তাকিয়ে আছি।
দেখি পল্টন মোড়, মিছিলে সমাগম।
তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে
ঠিক তখন নতুন এক জগত খোলে আমার মাথায়।
মিছিলের সব মানুষের মাথার চিন্তা দেখতে পাচ্ছি
যেন প্রতি মাথায় একটি করে বইয়ের পাতা
যাতে প্রত্যেকের মনের কথা লেখা।
আমি পড়ছি। কেউ ভাবছে মিছিলে আসায় ৫০০ টাকা পাবে
যা দিয়ে বিকেলে কাচ্চি খাবে- এই ভেবে খুশিতে আটখানা।
কেউ এসেছে চাকুরি নিশ্চিত করতে
কেউ এসেছে দলীয় পদ বাগাতে,
কেউ এসেছে মহল্লায় নিজের প্রভাব বাড়াতে
কেউ এসেছে স্কুল/মাদ্রাসায় তার অবস্থান পাকা পোক্ত করতে,
কেউ এসেছে সরকারকে ফেলে দেওয়ার দুরভিসন্ধি নিয়ে
কেউ এসেছে মোহে-লোভে, কেউ এসেছে স্রোতে ভেসে,
কেউ এসেছে ঢেউ তৈরিতে।
কেউ এসেছে কেবলই হেসে খেলে, যেমন কবি লেখে কবিতা বিনা কারণে।
কয়েকজনের মাথা দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হলাম
লাখো জনতার হাজার ভোগান্তি থেকে পুঞ্জিভূত
জনরোষের সকল দহনে এদের মাথা টগবগ করে জ্বলছে
যেন দাবানল ছড়িয়ে সমস্ত অন্যায় ভস্মীভূত করবে।
এমন মানুষ এখনও আছে তাহলে!

কাটাকুটি

অফিসে বসে থাকি, নাকি
বানরের মতো ব্যস্ত থাকি, নাকি
কোয়ালার মতো অবসর থাকি
দেখে বোঝার উপায় নেই।
পিয়নদের হাঁক দিই, বসের ডাক শুনি
জরুরি পত্রের মুসাবিদা করি, এও ড্রাফ্‌ট নিয়ে এলে ইচ্ছামতো কাটি
কেটে কেটে চিত্রকল্প বানাই।
যে কেউ দেখলে ভাববে আমি খুব কাটতে পারি।
প্রাজ্ঞমাত্রই আমার মুখ দেখতে পাবে সেই কাটাকুটিতে,
যেন নিজ জীবনের প্রতিচ্ছবি এই কাটাকুটিযুক্ত পত্রখানি
সেবাগ্রহীতারা আসে, আমি মন দিয়ে শুনি। নাকি মনোযোগের ভান করি
মনে ভাসে সংসার আর ক্যারিয়ারের হাজার খতিয়ানের ছবি।
রাজউকের প্ল্যানের মতো নষ্ট সব প্ল্যান যেন আমার মাথায়।
সেবা দ্রুত দিই, কেবল দায়িত্ব বলে নয়
জনপ্রিয় হবো বলে, মানুষকে খুশি করে বেহেশত কামাবো বলে
আরো কতো কতো হিসাব মাথায় ঘোরে।
সব যদি দেখা যেতো তবে সব মানুষ হতো হাঙ্গর
আর চিবিয়ে খেতো আমার মগজ যন্তর।
অথচ কী আজব পৃথিবী, কী আজব চাকুরি
কেতাদুরস্ত অফিসে বসে বসে আমি খাই, জনতার মস্তক!

মোহিনীগল্প

সকালের আলো দেখবো বলে ঘুম থেকে উঠলাম।
চারপাশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন, দূরের সবুজ বা আকাশ দেখা দূরে থাক
পৃথিবী দেখা, রাজসভার ঝলক দেখা দূরে থাক
নিজের হাত মেললে হাত দেখা যায় না অবস্থা।
নিজের চারপাশ আলোকিত করবো বলে
পুরো পাড়া. সমাজ পৃথিবীকে আলোকিত করবো বলে
আলোর সন্ধানে ছুটতে থাকলাম, সূর্যের দিকে, চাঁদের দিকে
পণ্ডিতের বাড়ির দিকে, লাইব্রেরির দিকে, নবী আর সুফিদের আস্তানার দিকে
আসমানি আর ভূগ্রন্থের দিকে ছুটতে থাকলাম।
চারিদিকে এতো বাধার পাহাড়!
মেক্সিকো না হয় চীনের প্রাচীর
ডোনাল্ড ট্রাম্প আর কিম জংএর খামখেয়ালি মেজাজ
আর্মি পুলিশের তাক করা বন্দুক
গণতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র ইত্যাকার নানান তন্ত্রের শয়তানি ফাঁদে বাধাপ্রাপ্ত হলাম
ভণ্ড মোল্লা বা পুরোহিতদের মোহিনী গল্প আর
জাল বুদ্ধিজীবীর দুনম্বরি পরামর্শ শুনে শুনে আরও পথহারা অবস্থা।
ঠিক সে সময় দুজনের দেখা পেলাম।
একজন নাস্তিকের দেখা পেলাম। তার দাবি তার অন্তর আলো ভর্তি।
তার বুক চিরে হৃদপিণ্ড ঘেঁটে দেখলাম,
সেখানে বিশ্বাসের আলো খেলা করছে।
একজন আস্তিকের দেখা পেলাম। তার দাবি তার অন্তর আলো ভর্তি।
তার বুক চিরে হৃদপিণ্ড ঘেঁটে দেখলাম,
সেখানে অবিশ্বাসের দামামা ঢোল বাজাচ্ছে।
এসব দেখে যখন আমি বিস্ময়াভিভূত তখন আফ্রিকার একমন্ত্রী এসে বললো
‘‘আমার মাথায় আলো ভর্তি।”
তার মাথা খুলে দেখা গেল ক্ষমতার আগুনে তার মগজ ছাই ভস্ম কালি।

কেউ বা বলছে

কেউ বা বলছে
অর্থনীতির গাড়ির চাকা ঘুরছে ভালো
জিডিপি আর মাথাপিছু আয় বাড়ছে বহু বহু
কেউ বা বলছে, অর্থনীতির সর্বনাশা দশা
ব্যাংকতো খালি হচ্ছেই সব, রিজার্ভও হচ্ছে ফাঁকা।
কেউ বা বলছে, সবাই ধনী, না খেয়ে নেই কেউ
কেউ বা বলছে, বাজারে আগুন,
হতাশ মানুষ অর্ধপেটার ঢেউ।
কেউ বা বলছে
ডিজিটাল আর আইসিটিতে দেশ যাচ্ছে এগিয়ে
কেউ বা বলছে
মাকড়শা ওয়েবের খেলা বটে
হয়রানি হয় আগের মতোই ইনিয়ে বিনিয়ে।
কেউ বা বলছে
ইট পাথরের উন্নয়নে রাজবাড়ির ন্যায় চোখ ধাঁধানো খেলা
কেউ বা বলছে
মানবজীবন গনি মিয়ার গল্পের মতোই ভোগান্তিতে ঠাসা।
কেউ বা বলছে
ডেল্টা প্ল্যানে পরিবেশ ও প্রকৃতি হবে খাঁটি ও খাসা
কেউ বা বলছে
নদী খাল সব ভরাট করে, বন জঙ্গল সব উজাড় করে
বদ্বীপ পরিকল্পনা কেবল কাগজেরই পাতা।
আমার দেশে হবে হবে এমন মানুষ কবে?
যারা সকল দিকই দেখে শুনে, বুঝে মেনে
টেকসই রাস্তায় সোনার মানুষ হবে।

বেহেশতের মালিক

ঢাকার ডাস্টবিনে শিশুটি খাবার কুঁড়ায়, খাবার পায় না
কুড়িগ্রামের বন্যায় ভেলায় ভেসে যাওয়া মা আশ্রয়ের অভাবে কোঁকায়,
ঘর পায় না
আফ্রিকার মরুভূমিতে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিবু নিবু শ্বাস নেয় বৃদ্ধ,
জল পায় না
হাসপাতালে শিশুটি মায়ের বুকে তড়পাচ্ছে, তবু মা ক্যান্সারে বাঁচে না।
তুমিতো স্বর্গের মালিক
তোমার বেহেশতে সুপেয় শরাব, সুস্বাদু খাবার, সাজানো ঘর,
রোগের দাওয়া সব আছে।
কোনো কিছুর কমতি নেই।
তবু তুমি নিশ্চুপ, নির্বাক ও অকর্মণ্য হয়ে থাকো।
মানুষ আমাদের মন কাঁদে, তোমার মন টলে না।
তোমার কি তবে মন নেই?
আচ্ছা, যার মনই নেই, তাঁর কাছে কি কোনো বেহেশত থাকতে পারে?

আবদার

বদলে যেতে বলছো,
বদলে যাবো। তখন,
বদলে যাওয়া বলদা পাবে
আমায় পাবে না!

হাসতে বলছো
হেসে যাবো। তখন,
হাসির ভেতর কান্না থাকবে
আসল পাবে না!

বড়ো আমায় চাও
বড়ো হবো। তখন,
বড়ো এক অমানুষ পাবে
মানুষ পাবে না।

কাজের লোক চাও
কাজ করবো। তখন,
ব্যস্ততায় ব্যস্ত পাবে
অবসরে পাবে না।
.
অবসরে সদা চাও
পাশে বসে থাকবো। তখন
সারাক্ষণের বিরক্তি পাবে
মধু পাবে না।

পারি না

তোমারে পড়ার চেষ্টা নিয়েছিলাম।
বেদ গীতা কুরান কিতাব সব পড়তে পারি,
এমনকি চাইনিজ কান্‌জি হিব্রু পড়তে পারি, কেবল
অপাঠ্য তোমারে পড়তে পারি না।

তোমারে বোঝার চেষ্টা নিয়েছিলাম।
ফিলিস্তিন, রোহিঙ্গা, দুই কোরিয়ার সমস্যা বুঝতে পারি
এমনকি সমুদ্রের তলও বুঝতে পারি, কেবল
দুর্ভেদ্য তোমারে বুঝতে পারি না।

তোমারে মাপতে চেষ্টা নিয়েছিলাম।
ভারত পাকিস্তান সীমান্ত মাপতে পারি
এমনকি সুনামির জলও মাপতে পারি
কিন্তু তোমারে মাপতে পারি না।

বেলা শেষে বুঝতে পারি, তোমারে বা কাউকে নয়,
আমি নিজেকেই নিজে পড়তে পারি না,
বুঝতে পারি না, মাপতে পারি না।

না

অজুহাত অজুহাত অজুহাত
মুখের উপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করার মতো বজ্রকণ্ঠে ‘না‘ করা
তোমার কুদরাত।

মাছ ধরতে ডুব দেওয়ার আগে পানকৌড়ির অপেক্ষার মতো অপেক্ষা করে
যুদ্ধবিমান ছাড়ার আগে বৈমানিকের পরিকল্পনার মতো পরিকল্পনা করে
ভাইভা বোর্ডে যাওয়ার আগে তরুণ চাকুরি প্রার্থীর মতো বিড়বিড় রিহার্সেল করে
যখনই তোমার কাছে কোনো প্রস্তাব দিই,
তখনই তোমার
অজুহাত অজুহাত অজুহাত
মুখের উপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করার মতো বেসুরো ‘না’ করা
তোমার কীর্তন পাঠ।

কৃষকের ফসল ফলানোর মতো পুরো সিজনে ভালোবাসা বপন করে
নির্বাচনের তফসিলের ন্যায় প্রেমানুষঙ্গের ডালা সাজিয়ে সময় বেঁধে
সাঁতারের জন্য কিশোরীর পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ার ন্যায় প্রবল আগ্রহ নিয়ে
যখনই তোমার কাছে যাই,
তখনই তোমার
অজুহাত অজুহাত অজুহাত
মুখের উপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করার মতো বাঁজখাই গলায় ‘না‘ করা
তোমার খেলা নিপাট।

ঈশ্বরও ভাগ বসায়

নিয়ম করে পাঁচবার নামাজ পড়ো
ওযু তাহরাত, তসবিহ তাহলিল সবই করো, কেবল
আমার জন্য তোমার সময় হয় না।
অদৃশ্যরে সময় দাও, দৃশ্যমান আমারে খেদাও
দৃশ্যমানে প্রেমই অদৃশ্যরে প্রেম- সেটা জানো না!

নিয়ম করে ফোন দিই বা কথা বলি
তোমার প্রতিটি ক্ষণই আমার জন্য বরাদ্দ, জানো না?
সেখানেও দেখি তুমি ব্যস্ত হয়ে যাও, জপ বা ধ্যানে
স্বয়ং ঈশ্বরও আজকাল ভাগ বসায় আমার প্রণয়কালে,
সবই দেখি তা না না না।
২০২১

বিভাজন

তিনি করে কার প্রার্থনা
তুমি পূজা করো কার?
পূজার কুঞ্জে দিক হারিয়ে
কেউ জিতে কেউ হার।

গূঢ় বোঝে না মূর্খ মনে
ষড়রিপুর আড়
'তুমি' 'আমি' বিভাজনে
কেউ 'মানুষ' নেই আর!

প্রশ্ন

হে পথিক পাবন,
তুমি কোথায় পতিত হও
যখন তোমার পতনের আর কোনো জায়গা থাকে না?
হে পরিব্রাজক,
তুমি কোথায় গমন করো
যখন তোমার যাওয়ার মতো কোনো জায়গা থাকে না?
হে মহানুভব,
তুমি কী অনুভব করো
যখন তোমার অনুভবের কোনো কিছুই থাকে না?
হে দূরদৃষ্টির ধারক,
তুমি কী দেখো
যখন তোমার দৃষ্টিসীমায় কিছুই দেখার থাকে না?
হে নিঃসঙ্গ,
তুমি কীসের সঙ্গ টের পাও, যখন তুমি সঙ্গীহীন একা থাকো?

কারো কেউ না

অভিমানে তারে বলেছিলাম
আমি ভালো আছি।
সেও তাই বিশ্বাস করে বসে আছে।
এখন তার এ বিশ্বাসের কারণে
আমার 'ভালো না থাকা'
আরো দ্বিগুণ হয়েছে।

সবুজ পাতা আকাশের রং দেখে, মাটির গন্ধ পায়,
বাতাসের কাছে কতো আকুতি করেছে
আকাশে উড়বে বলে
মাটিতে বসবে বলে।
বাঁধন টুটিয়া মাটিতে পড়ার পরেই
পাতা বুঝতে পারে, আসলে সে
মাটি বা আকাশ কারো কেউ না।

মেরুদণ্ড

এদিক ওদিক সবদিকেই
দেখছি অনেক সরীসৃপ,
আলুর ভর্তা মেরুদণ্ডে
ভরে যাচ্ছে এ বদ্বীপ।

ফেরেশতারা গুনছে কতো হলো লাশ
শয়তানরা গুনছে কতোজনের মনে ধরালাম ভয়
আর আমরা গুনছি
কয়টা হাড় অবশিষ্ট
মেরুদণ্ডময়।

বন্দিশালা

মুখ খুলতে দেয় না যারা,
সে দিবে ভাত কাপড়?
স্বর্গের নামে নরক বেচে যারা,
সে কোন নগরের নাগর?

বিশ্বজুড়ে হাজতখানা করলো যারা
মুক্ত তারা কোথায়?
স্বশাসনের বন্দিশালায় আটক তারা
আত্মফাঁসে গুমড়ায়।

গুনটানা মাঝি

পাল তোলা নাওয়ের গুন টানামাঝি, নৌকাখানি ভিড়া
নির্ঘুম রাত, চোখের কালি, কপোলের অশ্রু সব নিয়ে যা।
বিনিময়ে কী দিবি? কী আছে তোর নায়
চিটা ধানের খুদ বা সাগুনজা আলু
নারকেল পাতার বাঁশি বা চিকনকালা হাসি
যা দিবি তা দিবি, বিনিময়ে মনের যতো
হাহাকার নিবি, আর উড়াবি নদীর কিনারায়।

কারে তুই ফেলে এসেছিস, ঘুরিস দেশে দেশে
আমারেও ফেলিয়া কালা গেছে যে প্রবাসে
দুঃখের নৌকা তোর দক্ষিণে বায়, আমারটা ধায় উত্তরে
ভূগোল পেরিয়ে মিলছে তারা হিমালয়ের প্রান্তরে।
বরফে ঠান্ডা হয় না হৃদয়, জ্বলে ওঠে অনির্বাণ।
শত বছর ধরে, জ্বলে আর জ্বলে
ভারত মহাসাগর যেন হয় সুনামির অঙ্গন।

আনসেন্ড অপশন

আনসেন্ড করতে হবে যা, তা পাঠানোর যুক্তিটা কী?
এসব কাবুলিওয়ালার শিশুভোলানো পুঁথি নাকি?
আনসেন্ড করাই যদি লক্ষ্য, তবে মেসেজ করো কেন?
সমাজ ধর্ম বাদ থাক, আত্মপ্রবঞ্চক তুমি জেনো।

যে মেসেজই চাচ্ছো তুমি তাও হবে সে-ই আনসেন্ড
আমি জানি তুমি যুগের সেরা এক প্রহেলিকা গ্র্যান্ড!
সত্য বোঝার সামর্থ্য যার নেই, যে এক নন্টে ফন্টে
সে কী করে বুঝবে কেউ সত্যিই ছবি না হৃদয় চাচ্ছে?

যে অবোধ, অবুঝ বালক কিংবা গরুর মতো গাড়ল,
সে প্রেম, প্রকৃতি, হৃদয়, সত্যতা না বোঝা এক মোড়ল।
কপি পেস্ট করা "ছবি" কোনো কবিতা নয় যে
কারো বুকে দিড়িম দিড়িম বাজবে,
অবোধ মন কাবার হাজরে আসওয়াদ নয়,
যে কারো অনুনয়ে ক্ষয় হবে বা গলবে!

দেখার আগেই যে মেসেজ হয় আনসেন্ড
তা যেন নিষিদ্ধ সমাজে ভ্রূণের অ্যাবরশন!

প্রতিশোধ

কে যে কীসে খেলছে খেলা আমরা কি তা বুঝি?
দোষারোপ করার রাজনীতিতে কেউবা ফার্সি কবি।
সারেন্ডার আমরা বলি মুখে, ভেতরে কি তা বাজে?
নতুন ফাঁদ ও খেলা নিয়ে সাজি রণাঙ্গনের সাজে!
.
যা লিখেন তা বুঝি না, যা বোঝান তা বুঝি
অবোধ অবুঝ যা-ই হইনা , সমগ্র হৃদয়ে যুঝি!
.
আমার কতোদিন কতোরাত লজ্জায় কেটে গিয়েছে কারো হেলায়
আমি বুঝি স্বর্গে শুয়ে ঘুমিয়েছি সেই বেলায়?
প্রতিশোধ আমি নিই বটে, নিই না অন্যের উপরে
প্রতিশোধ আমি নিয়ে থাকি নিজের মনোদৈহিক অনুষঙ্গে।

সাধক চাষা

চাষা বলে বকিস যাদের
তাঁদের চাষের চাল খাস।
মুখে খেয়ে মুখেই হাগিস
কেমন তোরা বাদুড়জাত।
চাষের দেশে মুণ্ডু তোদের
ঘৃণা-থুথুয় নিপাত যাক।
কৃষক শ্রমিক সোজা সোজা
তাদের ভাবিস হাবাগোবা
কথার কলায় মাথা কিনে
নিত্য করিস ছলাকলা।
পাতে খেয়ে পাতেই হাগিস
রাজাকার ও জোকার তোরা।

কেউ আর বেঁচে নেই

কেউ আর বেঁচে নেই
প্রতিদিন বিশ্বে কতো অন্যায় ঘটে!
তা নিয়ে কোথাও কিছু লিখে না,
বলে না বা করেও না।
শুধু ঢোক গিলে আর এড়িয়ে যায়।
আছে শুধু লতাপাতা আর
পুতুপুতু প্রেম নিয়ে!
এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর হয়না যে
কেউ আর বেঁচে নেই।

প্রেমের জ্বর

তুমি চলে গেলে।
কিন্তু তোমার রেশ রয়ে গেল বেশ।
কী নিবিড় স্পর্শ করেছিলে, কত গভীরে প্রবেশ করেছিলে!
এখন আমার গা গুলিয়ে ওঠে, বমি বমি লাগে, মাথা ঘুরে
আরও যে কত নানান পদের শারীরিক অনুষঙ্গ হয়েছে যোগ।আর
মনেরতো কোনো দিশাই পাই না, দিকবিদিক হারিয়ে বেড়াছেড়া অবস্থা।
শরীরের অঙ্গে অঙ্গে ছুঁয়ে গিয়েছিলে
জানি না কেমন করে চুপিচুপি সব পুড়িয়েছিলে
এখনও আইল্যার আগুনের মতো হলহল করে জ্বলে শরীরময়
গিটে গিটে ব্যথা শরীরের, পরতে পরতে কষ্ট কলিজায়।
চোখ বুঝে আসে, অশ্রু গড়িয়ে পড়ে অজান্তে আর অনিচ্ছাতে।
মাইরি, তুমি পারও! কী ক্ষমতা তোমার!

বন্ধু

বন্ধু, আমি তোমার কাছে যাই।

তোমার ক্ষমতার ধারে যাই না
মমতার ধারে যাই।
তোমার সামর্থ্যের কাছে যাই না
সখ্যতার কাছে যাই।
তোমার পাণ্ডিত্যের কাছে যাই না
ধীশক্তির কাছে যাই।
তোমার অবস্থানের গোড়ায় যাই না
অবস্থার গহীনে যাই।
তোমার বাইরের সৌন্দর্যের কাছে যাই না
ভিতরের মাধুর্যের কাছে যাই।
তোমার বাহুবল দেখতে যাই না
মনের পরশে যাই।

বন্ধু, আমি তোমার কাছে যাই।

প্রার্থনা গান-২

১।
যে ক্ষমতা পেলে সীমারেখা ভেদিবো
সে ক্ষমতা আমারে দিও না প্রভু,
যে সম্পদে হিতাহিত জ্ঞান হারাবো
সে সম্পদ আমার না হয় যেন প্রভু,
যে জনপ্রিয়তা পেলে জনতা ভুলিবো
সে জনপ্রিয়তা দিও না প্রভু।
২।
যে জ্ঞান পেলে মাত্রাজ্ঞান হারাবো
সে জ্ঞান আমারে দিওনা প্রভু,
যে বুদ্ধি বাড়ালে কুবুদ্ধি বাড়িবে
সে বুদ্ধি যেন না পাই প্রভু,
যে দিশা পেলে বেদিশা হবো
সে দিশার ইশারা দিও না প্রভু।
৩।
যে আপন পেলে আপনদের হারাবো
সে আপনের দেখা না পাই যেন প্রভু
যে প্রেম পেলে বিরহ বাড়ায় কেবল
সে প্রেমের ধারে নিও না প্রভু,
যে বেদনা পেলে প্রেমের দেখা পাবো
সে বেদনায় মোরে ভাসাইয়ো প্রভু।
৪।
যে সুখীদের মিলিলে দুঃখীদের ভুলিবো
সে সুখীদের কাছে নিওনা প্রভু
যে নেশাতে মজিলে পেশা ফাঁকি দিবো
সে নেশাতে মজায়ো না প্রভু।
যে কাজের মাঝে সৃষ্টির ভালো নেই

সে কাজে মোরে জড়ায়ো না প্রভু
৫।
যে আশা কেবল দুরাশাই হবে
সে আশাতে ভাসায়ো না প্রভু,
যে ভাবনা করিলে দুর্ভাবনা বাড়ে
সে ভাবনার সাগরে ভাসায়ো নাগো,
যে পথে হাঁটিলে পথ হারাবো
সে পথে হাঁটাইয়ো না প্রভু।

সুরভি দেখো না

আমি কি কেবল তর্ক করি,
একমত হই না, একই রাগের রাগিনী হই না?
আমি কি কেবল তোমাকে ভুলেই থাকি
মনে মনে সারাক্ষণ কথা বলে কথার খৈ ফোটাই না?
আমি কি কেবলই এড়িয়ে যাই
লাজ-শরমের বালাই ভুলে, মান অভিমানের তালা খুলে
সময়ে অসময়ে তোমার কাছে আসি না?
আমি কি কেবলই দ্বিমত করি
লঘু গুরু হাজার বিষয়ে তোমার কথায় একপায়ে খাড়াই না?
তবু তুমি আমার তর্ক দেখো, ভুল দেখো, এড়ানো দেখো
আসলে তুমি
গোলাপের কাঁটা দেখো, সুরভি দেখো না
ঘরের দরজার কোণে ফোটা বেলি ফুলের ঘ্রাণ পাও না।

তরিকত!

সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ে
ছলাৎ করে তীরে
গলাগলি তবু তীর জানে না
জলধিতে কী ঘটে!

মধুমিতা সংসারে নাচে
জড়াজড়ি করে
কেউ জানে না কার মননে
কী মহাভারত রচে!

দেহ-মনে ভিন্ন চালে
জিকির অনুরণন
শরীর-কলা শুনতে পায় কি
মন-কলার সমন?

মনের ভাঁজে দেহ থাকে,
দেহের ভাঁজে মন।
এক ছাড়া আরেক যে হয়
নিঃস্ব নিরঞ্জন।

ভুলতে চাওয়া

তুমি আমারে ভুলতে বলেছো,
আমিও সুবোধ বালকের মতো ভুলতে বসেছি।
বসেই আমারে ধ্যানে পেয়েছে, আমি ধ্যানে হারিয়ে যাই।
তুমি যে ধর্মের দোহাই দিচ্ছো সেই ধর্মের খোদার লগে সাক্ষাত মেলে।
খোদারে জিগাইলাম, হে খোদা আমিও তো তোমার দেওয়া ধর্ম
মানি ও পালন করি।
সেই ধর্মের বাহানা দিয়ে তোমার এক বান্দা আমারে ছুলাইল কলা দেখিয়ে
চলে যেতে চায়,
তারে কি আমার ছাইড়া দেওয়া উচিত? তুমিই কও।
খোদা বলে, ছাড়তে কইসে ছাইড়া দিবা। এত ঝামেলা করছো ক্যান?
আমি খোদারে জিগাইলাম। আমিওতো ছেড়ে দিয়েছি।
এখন ছেড়ে দেবার পরেও তার প্রতি আমার এত টান ক্যান?
হে খোদা তোমারে আমি জিগাই। পৃথিবীর সবকিছু সষ্টিকর্তা কে? তুমিতো?
তুমি যদি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা হইবা তবে তোমার এক বান্দার প্রতি
আমার যে এত পরিমাণ টান, সেই টানের সৃষ্টিকর্তা কে? নিশ্চয়ই তুমি।
টান সৃষ্টি করলা তুমি। আর সেই টান বন্ধ করতে বলছো আমারে।
ইহা কেমন বিচার তোমার? সৃষ্টি করছো তুমি বন্ধ করবা তুমি।
সৃষ্টি করার আশনাই করছে তোমার সেই বান্দা,
সেই বান্দারে বন্ধ করতে বলবা।
তোমাদের করা কাজ আমার কেন বন্ধ করতে হবে?
তার প্রতি আমার টান যদি তোমার সৃষ্টি হয়, ধর্মও যদি তোমার সৃষ্টি হয়
তবে এর সুরাহা তুমি করবা।
এক সরলমনা ভালোবাসার প্রেমিককে কেন কষ্ট দিচ্ছো?
জাহান্নামে পাঠানোর কথা আমার মরার পরে। এখন কেন জীবিত রাইখাই
আমারে পোড়াচ্ছো।
তুমি আর তোমার সেই বান্দা কোন খেলা জুড়েছো? খোদা!

হ্যালুসিনেশন

স্টিলের প্লেটে ভাত খেতে বসছিলাম
ভাত নেওয়ার আগে খালি প্লেটে তাকাইলাম।
দেখি তোমার ছবি
হাত দিয়ে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করি
যতো মুছি তুমি ততো স্পষ্ট হও।
প্লেট সরিয়ে কাচের প্লেট আনলাম।
তাও দেখি তুমি হাসছো আনন্দের হাসি।
আবার বদল করে পিতলের প্লেট আনলাম
ওমা! তুমি দেখি আবার হাজির। হ্যালুসিনেশনের খেলা খেলো তুমি।
ভুলতে বলছো ভুলে গিয়েছি
এখন খাওয়ার প্লেটে বসে থাকলে আমি খাবো কীভাবে?
না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাই- এই তোমার চাওয়া?

প্রেম, তোমার নাম কী?

লোকে দেখে ফেলবে বলে আমি কাঁদি না।
ব্যথায় কাঁদি না, বেদনায় কাঁদি না, কষ্টে কাঁদি না
এমন কি যন্ত্রণায় কাতরানোর অবস্থা হলেও কাঁদি না।
লোকেরা দেখে ফেলবে তাই কাঁদিনা। কান্নার দলা ঢোক গিলে ফেলি।

অভাব, অনটন, প্রতারণা, ব্ল্যাকমেইলিংয়ে কাঁদিনা,
ফাঁপা আশ্বাসের খেলায় হোঁচট খেয়ে কাঁদি না
অত্যাচার, নিপীড়ন, বা প্রেশাওে যখন নাভিশ্বাস তখনও কাঁদিনা।
মুখে বলতে না পারার ক্ষোভে ও কাঁদি না
লোকে দেখে কীনা কীভাবে, তাই কাঁদি না।

কেবল তোমার সামনে গেলে কাঁদি।
তোমাকে ছুঁয়ে নিরাবরণ করার সময় কাঁদতাম। কেঁদে গাল ভাসিয়ে দিতাম।
তখন লোকেরা ভাবতো তোমার ত্যাজ ও ঝাঁঝে কাঁদি।
এই সুযোগে আমি ইচ্ছেমতো কেঁদে নিতাম।
কেঁদে দু'গাল ভাসিয়ে নিতাম।
চোখের জলে সকল দুঃখ ভাসিয়ে দিতাম।
আমার খুব হালকা লাগতো। প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়তো।

ইদানীং তোমার ভাব এমন বেড়েছে যে, তোমাকে পাওয়াই কঠিন।
তুমি এখন দুর্লভ। তোমার মানও ভাবের ঠেলায় তোমাকে ধরা, ছোঁয়া,
নিরাবরণ করা দূরে থাক, তোমাকে পাওয়া বা আনাই খুব কঠিন।
তুমি একটু সহজ হও, তুমি একটু সস্তা হও,
তুমি আমাদের নাগালে থেকো।
কান্না লুকানোর এমন সহজ অনুষঙ্গ
দুঃখী মানুষেরা আর কোথায় পাবে বলো?
তোমার নাম কি পেয়াঁজ?

ষোল কলা

আগে রঙধনু দেখার জন্য অধীর আগ্রহে আকাশের দিকে তাকাতাম,
এখন আর আকাশে তাকাই না।
তোমাকে দেখি। তোমার কতো রঙ!
আগে কলা বোঝার জন্য শিল্পকলায় যেতাম বা কলাভবনে যেতাম
এখন আর ওসব জায়গায় যাই না
তোমার কাছে যাই
গেলেই পাই ছলাকলার ষোলকলা।

সাঙ্গ

১।
সুখ আনি দুঃখ আনি, আমার মন হলো পানি
পানির উপর দাগ কাটো, দাগ পড়বে না জানি।

২।
ছিন্ন দুজন যায় দুদিক, সম্পর্ক নেই একরত্তি
হৃদয় তবু হাওয়ায় দোলে কী সন্ধিতে বন্দী!

৩।
সাড়ে তিন হাত নিয়ে ভাবো না মন, সাড়ে তিন কাঠা নিয়ে ব্যস্ত।
রঙিন জীবন যেন ঘাসের শিশির, খসলেই খেলা সাঙ্গ।

পুড়ছি পাপ

লোকে ওঠে উপরের ধাপে
আমি ধরি নিচের ধাপ।
নগদ জেতায় হাসছে যে খুব
হেরে গিয়েই পাচ্ছি লাভ।

উজান বাইতে উঠছে নাওয়ে
আমার পেয়েছে ভাটির টান
প্রাপ্তির বন্যায় ভাসছে সবে
ত্যাগ-অনলে পুড়ছি পাপ।

আগুন

মোহনা, তুমি নিশ্চয়ই আগুনের শিকার।
কেবল কি আগুন শিখার শিকার? কী সেই অন্য আগুন?

ঘরে বাইরে তৈরি থাকা বৈষম্যের আগুন,
সমাজ থেকে অদৃশ্য খড়্গ নামার আগুন
বিশ্ব থেকে কল্পনাতীত ঘৃণা ছড়ানোর আগুন,
এভাবে নয়, ওভাবে থাকবি সেই শাসনের আগুন।
ক্ষমতার বলয়ে টিকে থাকার নগ্ন সে আগুন,
গ্রামে শহরে গোষ্ঠী গোষ্ঠী আধিপত্যের আগুন
সমাজপতির ঝাণ্ডা হাতে প্রভাব ফেলার আগুন,
কাছে দূরের রাজনীতির বিষবাষ্পের আগুন।

অযোগ্য অধ্যক্ষের পদলেহনের গরম জিহবার আগুন,
ম্যানেজিং কমিটির পদের জন্য রেষারেষির আগুন
শিক্ষাঙ্গন থেকে সমাজের অর্থ লালসার আগুন.
ধর্ম বা তত্ত্বভিত্তিক লোভী রাজনীতির আগুন।

ধর্মব্যবসায়ীদের সুবিধামতো ওয়াজের আগুন
নারীবাদীদের সুবিধাজনক বক্তৃতার আগুন
দায়িত্বশীলদের সুবিধাজনক ফায়সালার আগুন
রাজনীতির খেলা খেলানোর ধোঁয়াশার আগুন
ঘরের ভেতর নারী-পুরুষে সমতা না থাকার আগুন
সমাজের শ্রেণিতে সমানাধিকার না থাকার আগুন
হেথায় সেথায় ন্যয়বিচারের উদাহরণ না থাকার আগুন
বিশ্বজুড়ে ধর্ম বর্ণ জাত বিভাজনের আগুন।

দোষারোপের খেলায় মত্ত থাকা গোয়ার্তুমির আগুন,
নিজের দায়টুকু না দেখার অন্ধ রোষের আগুন

যা বুঝি না তাও বুঝিবার অহমিকার আগুন,
নির্লজ্জ আর বেহায়াদের নির্লিপ্ততার আগুন।
জন্ম মাত্রই ধর্ম পেয়ে না বোঝার ফলে আগুন,
ধর্ম ব্যবসা প্রসার করতে অনুশাসনের আগুন
ধর্মের নামেই লোক ঠকানোর অনিয়মের আগুন,
ধর্মের খেলায় হারাতে হবে সেই আদিম আগুন

ক্ষমালোভীর ক্ষমতার লোভে ক্ষুধা-তাড়নার আগুন
অর্থলোভীর অর্থলিপ্সার অদমনীয় আগুন
নামডাক প্রভাবের তরে কু-আকাঙ্ক্ষার আগুন
জানোয়ারের মতো হিংস্র হওয়ার আদিম সে আগুন
বিশ্বজুড়ে ঘৃণা ছড়ায় যারা সেই লেলিহান আগুন
নারী-পুরুষের মাঝে পুরুষতান্ত্রিকতার আগুন
বৈশ্বিক গেইমের পুরুষতান্ত্রিকতার আগুন
নারীবাদীদের পুরুষতান্ত্রিকতার আগুন।

নববর্ষ

মা’র হাতে খাই, গিমা শাক তিতা
পান্তা ভাতে ভর্তা, বড় মাছের মাথা
পিঁয়াজ আর নুন, মরিচ আর ঝোল।
আহা বৈশাখ, আহা নতুন
নববর্ষে সুখের বুনন।

বাবার গঞ্জে হালখাতায় যাওয়া
দেনাপাওনা সব ফায়সালা করা
রসগোল্লার রস মুখে মুখে ভরা
অনাহারীর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া
আহা বৈশাখ, আহা নতুন
নববর্ষে সুখের বুনন।

সংক্রান্তির রাতে মিলে গোসল করা
ডুব দিয়ে কালো কালো সিক তুলে আনা
রোগবালাই দূর হবে এ আশ্বাস থাকা
নানু দাদুর আহলাদে মাথায় চড়া।
আহা বৈশাখ, আহা নতুন
নববর্ষে সুখের বুনন।

মাটির ব্যাংক ভেঙ্গে টাকা কড়ি পয়সা
বৈশাখী মেলায় হাওয়াই মিঠাই খাওয়া
নিজের কী কেনা আর অন্যের কী কেনা
তুলনায় হেরে ঠোঁট ভেঙ্গে কাঁদা
আহা বৈশাখ, আহা নতুন
নববর্ষে সুখের বুনন।

ডাংগুলি মার্বেল ডেঙ্গ্রি গাড়ি
কাঠের সাইকেল চড়কি বাঁশি
হাডুডু খেলা আর নাগরদোলা
কাইতলার তলে ডাক্কাবুক্কা মেলা।
আহা বৈশাখ, আহা নতুন
নববর্ষে সুখের বুনন।

বেতের ঝুড়ি আর নকশী পাখা
মাটির হাঁড়ি আর রঙিন পুতুল
নানান রঙের সুতা আর ফুটকা ফোলা
মেহারীর বটতলায় কান ঝালপালা।
আহা বৈশাখ, আহা নতুন
নবর্ষে সুখের বুনন।

রমনার বটতলে ছায়ানটের সাজে
এসো হে বৈশাখ গাই প্রাণপণে
চারুকলার ওই মঙ্গল যাত্রায়
সং সেজে হেঁটে যাই আলপনা আঁকায়
আহা বৈশাখ, আহা নতুন
নববর্ষে সুখের বুনন।

ক্যাম্পাস জুড়ে সোরগোল চলে, ললনারা সেজে আসে আর ভিড় বাড়ে
বদলায় মুখ আর বদলায় সময়, দিন যায় এভাবেই কত কত মজায়!
আহা বৈশাখ, আহা নতুন, নববর্ষে সুখের বুনন।

ভালো আসুক আলো আসুক, কষ্টেরা যাক আর দুঃখ ঘুচুক
নিজেদের কৃষ্টি নিজেদের মাঝে, অমৃত হয়ে হোক চিরজাগরুক
আহা বৈশাখ, আহা নতুন, নববর্ষে সুখের বুনন।
২০১৯

কোন আনচানে

কিষাণী যখন চিটাধান ফেলে দেয়, তার মন পোড়ে
চা-ওয়ালা যবে পুরান চাপাতি ফেলে, তারও হৃদয় জ্বলে
রিকশাওয়ালা যখন টায়ার পাল্টায় তারও কেমন লাগে
রাঁধুনি যখন লাউয়ের বাকল বা চিংড়ির ছুতরা ফেলে
তার মনেও অস্বস্তি লাগে, কেমন যেন একটু একটু পোড়ে।
আহারে ফেলে দিলাম, আহারে ফেলে দিলাম বলে
ভেতর থেকে হু হু করে ওঠে।
আমারে ছেড়ে যাওয়ার সময়, তোমার কী এমন লেগেছিল?
বুকের ভেতর জ্বলছিল? পরাণে ঝড় বইছিল?
নাকি অজানা কোনো ফাগুনের হাওয়ায় বসন্ত বাতাসে
নাচতে নাচতে টলতে টলতে হারিয়ে গিয়েছিলে অভিসারে?
বস্তুর জন্য মানবের জ্বলে, মানবের তরে মানবের কি জ্বলে?,
ক্ষয়ে যাওয়া শিল্পের জন্য শিল্পীর পোড়ে,
সৃষ্টির পতনে সৃষ্টিকর্তার কি পোড়ে?
প্রেমিকের তরে প্রেমিকের? মেঠোপথের তরে মহাসড়কের?
ঝর্ণার তরে মহাসাগরের? শূন্যের প্রতি মহাকাশের?
ধর্মের প্রতি ধর্মগুরুর? চেতনার প্রতি রাজনৈতিক গুরুর?
কেউ না জানুক জটা পাগলা জানে, কে কোন আনচানে আশনাই করে।

সাতই মার্চের ভাষণ

হে সাতই মার্চের ভাষণ,
তুমি কেবল ভাষণ নও,
হৃদয় তোলপাড় করার গান।
তুমি গর্জে ওঠার হাতিয়ার
ফুঁসে ওঠার মন্ত্র, বিদ্রোহী করার অস্ত্র।
কথার ঢেউয়ে ভাসিয়ে দাও তুমি অন্যায় আবদার
বজ্র কণ্ঠে খামোশ করে দাও সব জালিমের কারবার।

তুমি প্রতিবাদ, কঠিন ঘুর্ণিঝড়, তুফান
তুমি আন্দোলন, রক্তচোখ, শক্ত জবাব, বলবান
তুমি ভূমিকম্পের মতো কাঁপাও অত্যাচারীর সিংহাসন
হুংকারে বাড়িয়ে দাও হায়েনাদের পায়ের কাঁপন।

তুমি মানবতা, তুমি অধিকার, বিশ্বাস, সত্য
তুমি বিবেক, তুমি যুক্তি, সুস্থ বিতর্ক, প্রজ্ঞা
তুমি বাতাসে ভেসে ভেসে জাগাও হাজার জোয়ান
তেজোদীপ্ত তরুণ দিয়ে করাও জীবন দেওয়ার অঙ্গীকার।

প্রবাসী

নিজে রাঁধে নিজে কুটে নিজে নিজেই খায়
একদিন রান্নায় সাতদিন পার করে
ইঁদুর মারার কলের মতো আটকে যাওয়া জীবন
চাইলেও ফেরার কোনো উপায় নাইরে মদন
ভাইয়ের পড়া, বোনের বিয়ে, ঘর তোলার খরচ
বাপ-মার ডাক্তার আর প্রতিদিনের খরচ
সব দেওয়া চালাতে হয় মাসের পর মাস
মোবাইল বা প্রসাধনী লাগে ঈদে আর লগ্নে
টাকা দিলে সবার মুখে ফোটে ক্লোজআপ হাসি
টাকা না দিলেই সবার মুখ পাতিল তলার কালি
সবার কিছু হক আছে আমার উপর জানি
আমার কোনো হক নাই কি তাদের উপর খানিক?

প্রবাসীদের রেমিট্যান্স দেশ চালায় শুনি
আমাদের মূল্য কোথাও নেই এটাও তো জানি।
বিমান বন্দর, অ্যাম্বাসিতে প্রয়োজনে গেলে
ধুরধুর ছাই ছাই বলে অপমানে ফেলে।
দেশে গেলে সবাই শুধু গিফট পেতে চায়
চায়ের দোকানে গেলে চা-ও খেতে চায়।
প্রবাসীরা দেশে গেলে কেউ ডাকে না কভু
গিফট দিয়েছে চা খাইয়েছে দেখেছো কখনো?
কাজ করে টাকা পাঠায় সবার চিকিৎসায়
নিজ অসুখে ব্যয় করার টাকা নাহি পায়।
ঘাম ঝরিয়ে টাকা পাঠায় জমি জিরাত কিনে
যুগ পেরিয়ে ওসব জমি বাটোয়ারায় নামে
ভাইয়ে নেয় বোনে নেয় সকল হিস্যা বুঝে
দামি জমিটাও তারা দখল করে যুঝে।

সিংহাসন

ওহে খরগোশ,
এ বনের সম্রাট কে হবে এ নিয়ে তোমার লাফালাফির কিছু নেই।
বাঘ মামা হোক কিংবা
সিংহ মামা হোক, এতে
তোমার উদ্বেলিত হবার কিছুই নেই।
তুমি কেবল শিকার হবে, এদের ভোগের পণ্য হবে।
বাঘ হয়তো ঘাড়টা আগে মটকাবে,
সিংহ হয়তো থাবা দিয়ে চামড়াটা আগে ছিলবে
এই যা তফাত।
যাও দুরু দুরু বুকে কম্পনরত হয়ে গুহায় লুকাও।
পারলে বনের উত্তপ্ত খরার সময়,
প্রতিবাদের আলোয় পাথর ঘষে
আগুন জ্বেলে দিও।
২০১৮

দোষারোপ

ওরা যখন মুখ চালাতো এরা করতো কাজ
ওরা যখন কাজে নামছে এরা খুলছে মুখ!

যাদের মুখ বন্ধ ছিলো তারাই আজ মুখর
যাদের ভুল হাজার ছিলো তারাই আজ প্রখর!

পোকা বেছে করতো গরম তারাই আজ নরম
শাক দিয়ে মাছ ঢাকছে হেসে আগের অনুসরণ!

যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ, পুরান কথা দামি
লেবু যতোই কচলাও তুমি তিক্ততা বাড়বেই!

আমিই সেরা

পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মানুষ আমি।
কী? বিশ্বাস হয় না? নিজেরটা নিজে বলেছি বলে?
সব মানুষ বলে নিজেরাই সৃষ্টির সেরা জীব,
সব ধর্মওয়ালা বলে তার নিজের ধর্ম সেরা ধর্ম,
সব মতওয়ালা বলে তার মত সেরা মত,
সব তত্ত্বওয়ালা বলে তার তত্ত্ব সেরা তত্ত্ব,
সব দেশের লোক বলে তার দেশ সেরা দেশ
সব বর্ণওয়ালা বলে তার জাত সেরা জাত,
সব ভাষাওয়ালা বলে তার ভাষা সেরা ভাষা,
সব ধারণাওয়ালা বলে তার ধারণা সেরা ধারণা,
সব দলের লোক বলে তার দল সেরা দল
এই সবকটি যদি সত্যি হয়
তবে আমার দাবি সঠিক কেন নয়?
আমিই সেরা বলছি বুঝে শুনে
বিশ্বাস না হয়
আকাশের তারা নাও গুনে।

মাতৃভূমি

মাগো, তোকে ছেড়ে যাবো না যে ক্রোশ ক্রোশ দূরে
সেথা গেলে কোথা পাবো তোর হাঁকডাক আদুরে?
মুখের ভাষা চোখের ভাষা বলিরেখার ভাষা
তোর মতো আর বুঝবে কে বল ইশারার দিশা
ঘুমঘুম চোখে কার বুকে মুখ ঘষতে যাবো ত্যাড়ে?
গাল-নাক টিপে কে বলবে মোরে ও বাবালে ও বাবালে!
কে বা আছে আমার বয়সী ছেলে আশেপাশে বল
মাকে ছেড়ে দূরে থাকে পায় না মায়ের কোল?
সেথা গেলে কে শুনবে মোর বায়না বা আবদার
কান্না করলে কে মুছবে চোখ চুমোয় ভরবে কপাল?
দুরন্তপনা দুষ্টুমিতে সারা পাড়া যদি খেপে
ছেলেমানুষ বলিয়া কে বাঁচাবে বল মা'র মতো করে?
এটা খাবো না ওটা খাবো বলে যবে গাল ফুলাইয়া থাকি
কেইবা আমার মান ভাঙাবে জড়াইয়া কোলে তুলি?
রাতে যবে ঘুম আসবে না, কাঁদবো বালিশ ভিজে
ভূতের গল্পে ঘুম কে পাড়াবে চুলে বিলি ছুঁয়ে?
এটা ওটা বলে যতোবার তুই মোরে দূরে পাঠাস
অশ্রুভেজায় পথ যেন হয় শিশিরে দূর্বাঘাস।
আজি তোরে জড়িয়ে ধরেছি অনেক শক্ত করে
মারবিতো মার তবু দূরে যাবোই না তোকে ছেড়ে।
২০১৮, ব্রিসবেন।

ক্ষণিকালয়

আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন কলেজের আশেপাশের
কয়েক গাঁয়ে মিলে আমার শত পদচারণা, ভেবেছি তখন এদেরকে ছেড়ে
আমি কোথাও যাবো না। অথবা আমায় ছাড়া ওদের চলবে না।
পরে অনেক বছর বাদে দেখি, আমি ওসব গাঁয়ে গেলে
মনের ভিতরে ওদের সব আমার মনে হয়,
কিন্তু ওদের দুনিয়ায় আমার স্থান কই?
আমারে ছাড়াই ওদের জগৎ পরিপূর্ণ ।আমি বরং উটকো নগণ্য।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখন টগবগে তরুণ আমি
হাজার বন্ধু ক্যাম্পাসে, শত আমোদে আর ফুর্তিতে মুখর আমি
ভেবেছি, ক্যাম্পাস ছেড়ে কোথাও যাবো না, এ বাঁধন ছেড়ে যাওয়া যায় না
বাউন্ডুলে বন্ধুদের আমায় ছাড়া চলবে না।
এখন ওখানে গেলে ভবন, চত্বর, মহুয়ার গন্ধ, সব আমার মনে হয়
কিন্তু ওসব অনুষঙ্গে কোথাও আমার স্থান নেই
আমাকে ছাড়াই সব সতত মুখরিত। অহেতুক আমি আৎকা শূন্য।

কাজের সুবাদে গিয়েছি দেশে বিদেশে জেলা উপজেলায়
থেকেছি ঘুরেছি বছরের পর বছর, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ায়েছি হাজার কাজে,
ঝাঁপিয়ে পড়েছি শত অনিয়মে কতো হাহাকারে
ভেবেছি আমি না থাকলে সব বন্ধ হয়ে যাবে,
কর্মযজ্ঞ, নিয়ম, প্রথা, আলো, উন্নয়ন, সব। যেতে কি পারবো ওদের ছেড়ে?
পরে যতোবার খবর পড়েছি, দেখেছি সংবাদে
নিজেকে খুঁজে পেয়েছি সেথায় গভীর কল্পনায়
কিন্তু ওখানে আড়ালে আবডালে প্রকাশে আলোচনায়
আমি কোথাও নেই, ভাবার ফুরসতও তাদের নেই।
তুচ্ছ আমি এ জগতে তবু আস্ফালন!